ইগলুকের সীল

বার্নার্ড ওয়াইসম্যান

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

ইগলুকের সীল

বার্নার্ড ওয়াইসম্যান

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

ইগলুক ঘুমিয়ে ছিল।

তার বাবা তাকে নাড়া দিলেন।

"ওঠো, বাবু ওঠো," তিনি বললেন।

"চল, আজ আমার সাথে শিকারে যাবি চল।"

ইগলুকের মা বললেন, "ও তো
এইটুকু বাচ্চা, মাত্র ছয় বছর বয়স।"

তার বাবা হাসলেন।

"আমি যখন প্রথম শিকারে যাই তখন ওর
থেকেও ছোট ছিলাম।"

ইগলুকের মা কিছু চর্বি টুকরো কেটে ফেললেন।

তিনি বললেন, “নে, নে খেয়ে নে আগে”।

সবাই মিলে তারা তিমির চর্বি খাচ্ছিল।

খাবার পর এল শিকারের পালা।

ইগলুক এবং তার বাবা সিলস্কিন বুট, ফারের পার্কাস এবং পশম মিটেন পরে নিল।

ইগলুকের বাবা হাসছিলেন।

"আমি একটা জিনিস বানিয়েছি তোর জন্য"।

তিনি ইগলুককে একটা ছোট হারপুন দিলেন।

.

"এবার চল," বাবা বললেন।

এরপর, হামাগুড়ি দিয়ে

তারা বরফের ঘরের বাইরে বেরল।

স্লেজ বরফের উপর সাঁ সাঁ চলতে লাগল।
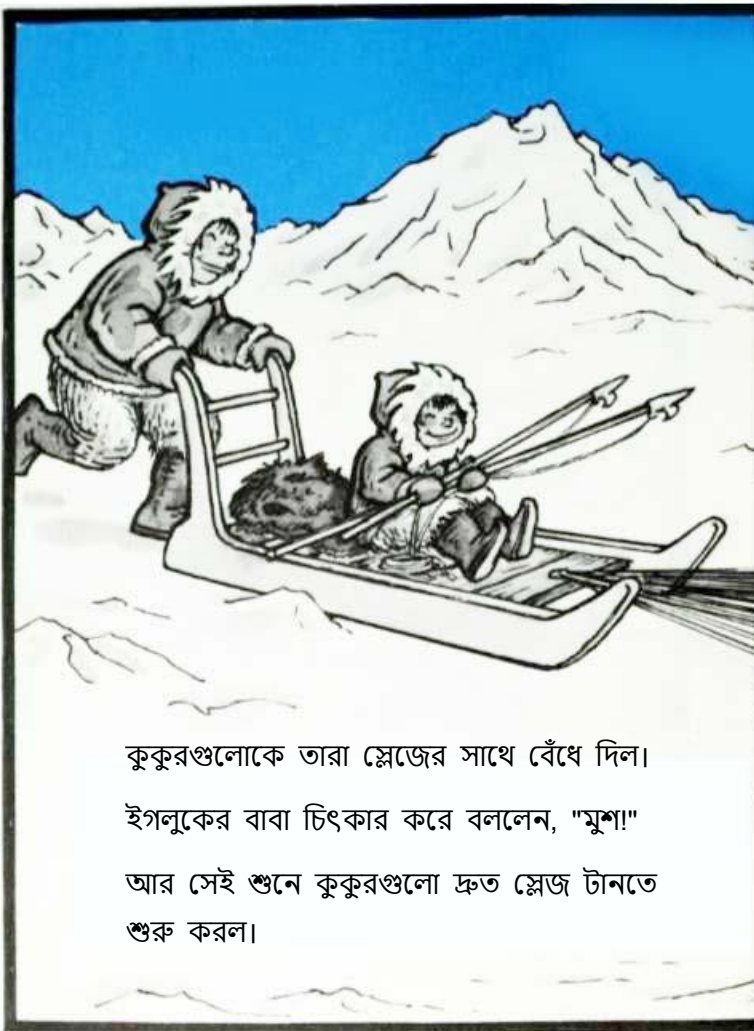
কুকুরগুলোকে তারা স্লেজের সাথে বেঁধে দিল।

ইগলুকের বাবা চিৎকার করে বললেন, "মুশ!"

আর সেই শুনে কুকুরগুলো দ্রুত স্লেজ টানতে শুরু করল।
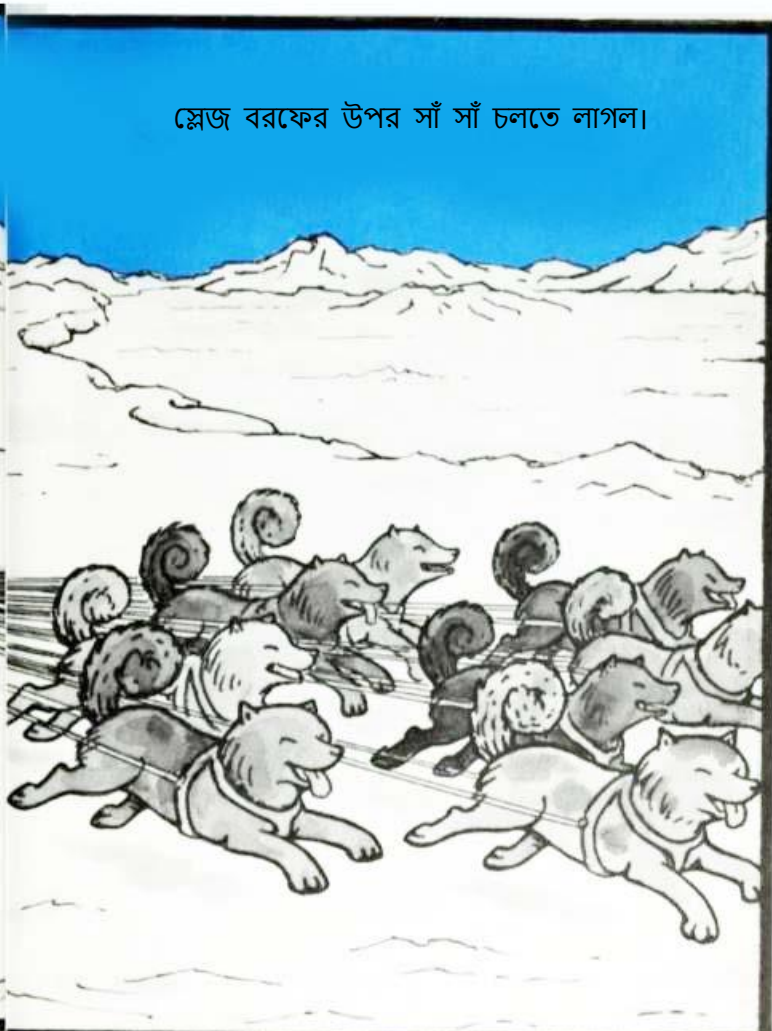
ওদের স্লেজ চলতে লাগল।

ইগলুকের বাবা বললেন,

"আমরা বরফের উপর মোটেও হাঁটব না।

আমরা হামাগুড়ি দেব।

সীলগুলো ভাববে আমরাও সীল।

তাহলে ওরা আমাদের ভয় পাবে না।"

তারা বরফের উপর হামাগুড়ি দিচ্ছিল।

হঠাত ইগলুকের বাবা ইশারা করলেন।

"ঐ তো ," তিনি ফিসফিস করে বললেন,
"আমার মনে হয় আমি একটা সীল দেখতে
পাচ্ছি।

আরও ভালো করে দেখতে
ইগলুক উঠে দাঁড়ালো।

ইগলুক সীলটাকে দেখল।

দেখে মনে হচ্ছিল যেন অন্যকিছু।

একটা বরফের গর্তে ডুবে আছে।
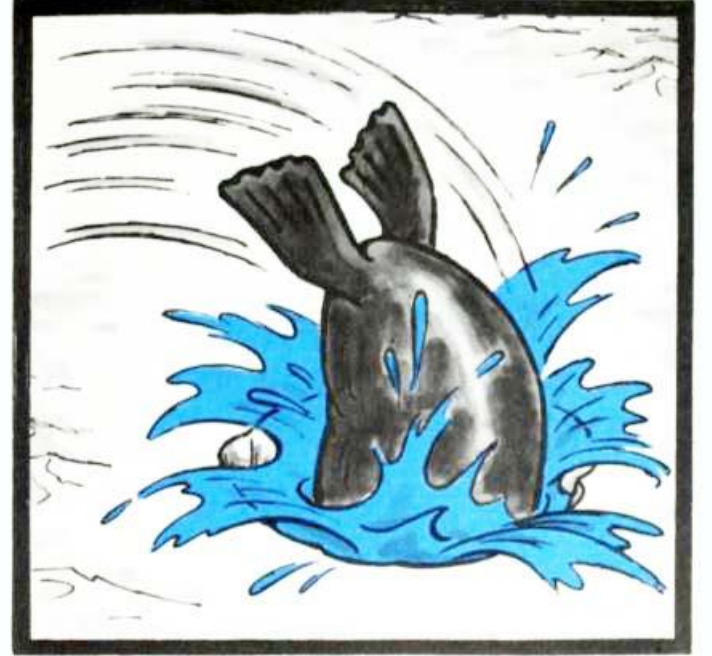
"এমা, এটা কি," ইগলুক বলল।

তার বাবা বললেন,

“আমি আরেকটা সীলও দেখতে পাচ্ছি।"

এ তো একটি সীল নয়,

তারা দুটি সীল খুঁজে পেয়েছে-

একটি বড় এবং আরেকটি ছোট।

ইগলুকের বাবা ফিসফিস করে বললেন,

“এখনই কিন্তু এখান থেকে হারপুন ছুঁড়লে হবে না।

আমাদের আরও কাছে যেতে হবে।"

তারা হামাগুড়ি দিয়ে খুব কাছাকাছি চলে গেল.

বড় সীলটা ততক্ষণে বুঝতে পেরে গেছে বিপদ আসন্ন। সে ডাক পাড়ল আর ছোট সীলটাকে সতর্ক করল।

এরপর দুটোতে মিলে লাফাতে লাফাতে

বরফের একটি গর্তের দিকে এগিয়ে গেল।

"তাড়াতাড়ি!" ইগলুকের বাবা একটু জোড়েই বললেন।

" হারপুন ছোঁড়! বড় সীলটার দিকে!"

ইগলুক লাফিয়ে উঠে তার হারপুন ছুঁড়ে দিল। বড় সীল তো সোজা গর্তে ডুব দিল।

আর হারপুন আঘাত করল গিয়ে বরফে।

ছোট্ট সীলটি তখনও গর্তের দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিল। ইগলুকের বাবা দ্রুত দৌড়ে প্রথমে সেখানে গেলেন।

“এবার হারপুন ছোঁড়,” ইগলুককে বাবা বললেন। ভালো করে নিশানা কর। এবার যেন ভুল না হয়।"

ইগলুক তার হারপুন তুলল।

কিন্তু, ছুঁড়ল না।

"আরে কি হল?" তার বাবা চীৎকার করলেন।

"কিসের জন্য অপেক্ষা করছিস?"

ইগলুক বলল, “এই সীলটা তো খুবই ছোট।

এটা তো একটা বাচ্চা।"

"আরে, আমাদের খেতে তো হবে," তার বাবা বললেন।

এবারে তিনি তাঁর হারপুন তুললেন।

ইগলুক ঝাঁপিয়ে পড়ল,

তার বাবা আর শিশু সীলটার মাঝে।

"না, বাবা, ওকে মেরো না," সে কেঁদে উঠল।

"আমরা শুধু কি বড় সীলগুলোকেই খেতে পারি না?"

"আরে শোন, আমার কথা শোন,", বাবা বললেন।

"ওর মা-টাতো চলে গেছে।

এই বাচ্চাটা ওর মায়ের দুধ না খেতে পেয়ে মরবে।

আর ও এত ছোট যে নিজে মাছও ধরতে পারবে না।

ও তো না খেতে পেয়ে মরবে। নইলে, ভালুকে ওটাকে খাবে।"

"না! ও মরবে না!" ইগলুক চেঁচিয়ে বলল।

সে ছোট সীলটাকে কোলে তুলে নিল।

তারপর ওটাকে স্লেজেতে তুলল।

ইগলুক বাচ্চা সীলটাকে বাড়ি নিয়ে গেল।

তার মা বলল, "বাহ! এই তো, দারুণ জিনিস এনেছিস!

তুই তো ভাল শিকারি হয়ে গেছিস, রে!"

ইগলুক বরফের উপর সীলটাকে রাখল।

তার মা চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, এটা তো এখনও চলছে!"

তার বাবা বললেন,

"এটা নড়াচড়া করছে বলে অবাক হয়ো না।

আমাদের ছেলে তো হারপুন ছোঁড়েনি।"
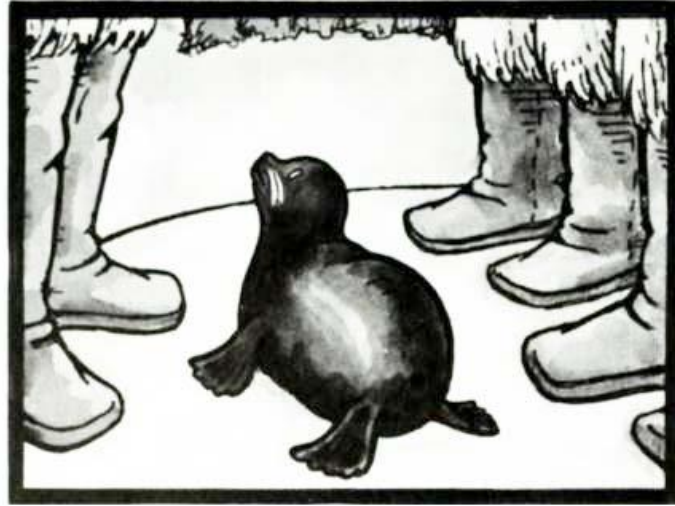
ইগ্‌লুকের মা হেসে উঠলেন।

"দেখো, দেখো, এট ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করলে দেখতে কেমন লাগে। এটি একটা কুকুরের বাচ্চার মতো।"

"এটাকে কুকুরের বাচ্চার মত ভেব না কিন্তু," ইগলুকের বাবা বললেন।

"এটা একটা বাচ্চা সীল।

এত বাচ্চা যে মাছও ধরতে বা খেতে শেখেনি।

আমাদের ঘরে তো দুধও নেই।

ওর খিদে পেয়েছে।"

ইগলুক জিজ্ঞেস করল,

"মা ও কুকুরের দুধ খেতে পারবে না?"

"তাহলে তো কুকুরটাই ওকে খেয়ে নেবে," তার বাবা বললেন।

ইগলুকের মা একটা পাত্রে মাছ আর বরফ রাখলেন।

তিনি কিছু মাছের স্যুপ রান্না করেছেন।

ছোট সীলটা প্রথমে গন্ধ শুঁকল,

তারপর সে সমস্ত স্যুপটা চেটেপুটে খেয়ে ফেলল।

"আচ্ছা," ইগলুকের বাবা বললেন,

“যাক তাহলে এ এগুলো খেতে পারবে, না খেয়ে মরবে না।

কিন্তু, বাবা ইগলুক, আমাদের তো একে খাওয়ানোর জন্যও শিকার করতে হবে।

আমাকে তো সবার পেট ভরানোর জন্য অবশ্যই শিকারে বেরুতে হবে।"

ইগলুক ছোট সীলটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

"আমি ওর যা প্রয়োজন তা ধরার চেষ্টা করব, বাবা।

এখন তো এটার একটা নাম দেওয়া দরকার।

আমি ওকে সুলুক বলে ডাকব।"

পরদিন সকালে ইগলুক আবার বাবার সাথে গেল।

বাবা বললেন, “আমাকে শিকার করতে হবে।

তুই বরং এখানে বসে বরফের মধ্যে একটি গর্ত খোঁড়.

তার মধ্যে এই হুক আর ছিপ ফেলে মাছ ধর।

পুচকে সীলটাও তো মাছ খাবে!"

ইগলুক ছিপে এক টুকরো চর্বি আটকে দিল।

তারপর সেটাকে বরফের গর্তের মধ্যে দিয়ে নামিয়ে দিল।

একটু পরে সে একটু টান অনুভব করল,

অমনি সে ছিপটায় টান দিল।

যাহ, হুকে কোন মাছ ছিল না।

ইগলুক ছিপটা আবার গর্তে নামিয়ে দিল।

এবার অনেক অপেক্ষার পর একটা জোড়ে টান অনুভব করল।

তখন সে ছিপটা ধরে আবার টান মারল।

এবারে একটা বড় মাছ ছিল!

ইগলুক তার আদরের সুলুকের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে ফেলল।

সেই রাতে সুলুক এক বাটি মাছের স্যুপ খেল।

ইগ্‌লুক বলল, “দেখেছ বাবা?

ওর খাবার মত আমি শিকার করতে পারি।"

ইগলুকের বাবা হাসলেন। "শিগগিরই ওর খিদে কিন্তু আরও বেড়ে যাবে।"

আর তাই হল।

প্রতি রাতে সুলুক আরও বেশী করে স্যুপ চাইতে লাগল।

এরপর মাছ খেতে শুরু করল সুলক।

এবং প্রতি রাতে সে আগের রাতের চেয়ে বেশি মাছ খেতে চাইতে লাগল।
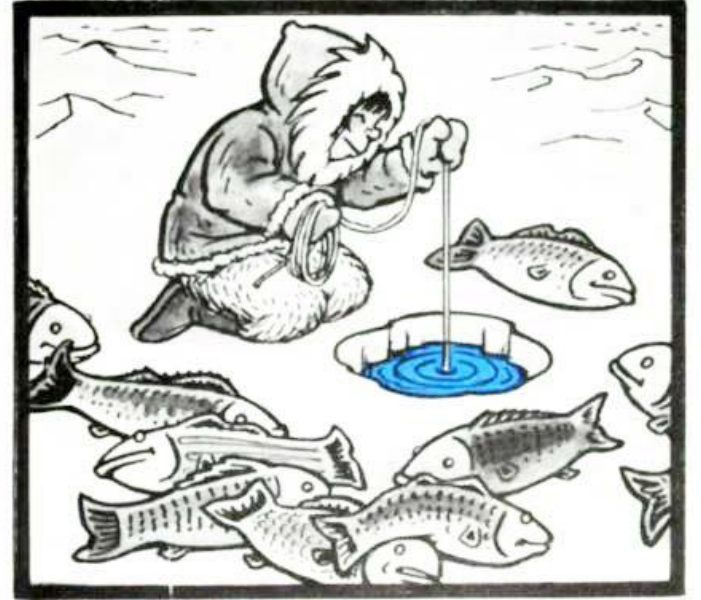
ইগলুককে তাই অনেক মাছ ধরতে হত।

সারাদিন ধরে তাকে মাছ ধরতে হতো।

ইগলুককে দেখে লোকে হাসত।

একজন বয়স্ক লোক বললেন, "এবারে তুমি বাবা একটি তিমি ধরো!

তবেই তোমার সীলের ক্ষিধে মিটবে।"

বাচ্চারা ইগলুককে ক্ষ্যাপাত। একটা ছেলে বলল,

"ইগলুক এখন সারাদিন মাছ ধরে। তবে খুব শিগগিরই ওকে সারা রাত মাছ ধরতে হবে।"

ইগলুকের মা বললেন,

“বাপু, লোকেরা তোকে নিয়ে হাসে।

বাচ্চারা তোকে জ্বালাতন করে।

আর তোর খেলারও সময় নেই।"

ইগলুকের বাবা বললেন,

"শিকার শেখার জন্য তোর কাছে সময় নেই।

তবু সারাদিন তোর মাছ ধরার সময় আছে,

তোর ওই সীলটার জন্য।"

একদিন ইগলুক যখন মাছ ধরছিল তখন তার মা বললেন,

"আমার ছেলেটার খেলার জন্য সময় নেই।

শিকার শেখার জন্য সময় নেই।

সব এই সীলটার জন্য, এইটার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।"

যেই বলা সেই কাজ, তিনি সুলুককে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

তারপরই বাইরে কুকুরদের ঘেউ ঘেউ আর গর্জন শুনতে পেলেন।

"হমম!" তাঁর মনটা কেঁদে উঠল।

"কুকুররা সুলককে খাবার তোড়জোড় করছে যে!

না, না, সে আমি কিছুতেই চাই না।"

তিনি দৌড়ে বাইরে গেলেন

আর কুকুরগুলোকে তাড়ালেন।

তখন ইগলুক বাড়ি ফিরছিল,
দেখল সুলক মারামারি করছে।

"কি হয়েছে?" ইগলুক জানতে চাইল।

মা বললেন সব কথা।

ইগলুক বলল, "এবার থেকে আমি সুলুককে সাথে করে নিয়ে যাব মাছ ধরতে যাবার সময়।"

"একদম না," বাবাব বললেন।

"ও এখন অনেক বড় হয়ে গেছে।

ও গেলে স্লেজে আমাদের সবার জায়গা হবে না।

তারপর শিকার করলে তো কথাই নেই, সেটা কিভাবে বাড়ি আনব!"

ইগলুক বায়না করল, " আমায় একটা স্লেজ বানিয়ে দাও না!"

ইগলুকের বাবা কাঠের টুকরো জোগাড় করলেন।

কাঠের টুকরো আর চামড়ার ফালা দিয়ে তিনি একটি স্লেজ তৈরি করলেন।

তিনি ইগলুককে চারটে কুকুর দিলেন স্লেজ টানার জন্য।

পরদিন সকালে ইগলুক

সুলুককে বরফের মধ্যে নিয়ে গেল।

ইগলুক বললো, "আমি তোকে যেতে দিতে চাই না।"

সুলুকের গলায় দড়ি বেঁধে দিল।

দেখো, ইগলুক মাছ ধরেছে।

কিন্তু সুলুক গোঁ গোঁ ডাকতে লাগল, আর দড়ি টানতে লাগলো।

সে বরফের গর্ত দেখে লাফ মারতে চাইছিল।

ইগলুক বলল, “তুই চলে যেতে চাস!

তুই সীলেদের সাথেই যেতে চাস, তাই তো?

আর আমি চাই তুই সুখী হ!

চল, তোকে ছেড়েই দিলাম।"

সুলাকের গলার দড়ি খুলে দিল ইগলুক।

সাথে সাথে সুলুক বরফের গর্তে ডুব দিল।

ইগলুক দুঃখী হয়ে স্লেজের দিকে হাঁটা শুরু করল।

এমন সময় সে শুনল পিছনে একটা সীলের ডাক।

ইগলুক ফিরে তাকাল। সে দেখল, আর কেউ না, সুলুক।

তার মুখে একটা বিশাল মাছ, বরফের উপর তার লেজ ঝাপটাচ্ছে।

.

ইগলুক দৌড়ে সুলুকের কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

"ওমা!" ইগলুক কেঁদে উঠল।

"তুই দূরে যেতে চাসনি।

তুই শুধু মাছ ধরতে চেয়েছিলি, তাই তো!

আমি বুঝতে পেরেছি, তুই একটা সীল।

আর সীল তো মাছ ধরতে ভালোবাসে!"

সুলুক ঝাঁপ দিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ল।

মাছের পর মাছ ধরতে লাগল।

সুলুক তার মধ্যে অনেক মাছ খেল, কিন্তু সবগুলো নয়।

সে এত মাছ ধরল যা খেয়ে শেষ করা যায় না।

এরপর যখন ফেরার সময় হল, বরফের ওপর ততক্ষণে মাছের বড় স্তূপ হয়ে গেছিল।

ইগলুক স্লেজে মাছগুলো তুলতে লাগল।

মাছ দিয়েই স্লেজ এমন ভরে গেছিল যে সুলুকের বসার কোন জায়গা ছিল না।

সুলককে মাছের ওপরে বসতে হল।

সবাই স্লেজ ভরা মাছ দেখে অবাক হয়ে গেল।

"ইগ্লুক," একজন বৃদ্ধ বললেন, "তুমি তো এক দক্ষ জেলে!"

"আমি মাছ ধরিনি," ইগলুক বলল।

"সুলুক, আমার সীল, ও ধরেছে।"

এরপর ইগলুক সবাইকে মাছ দিল।

পরের দিন সকালেও অনেক মাছ পড়ে ছিল।
ইগলুকের বাবাকে শিকারেও যেতে হল না।
আর ইগলুককেও মাছ ধরতে যেতে হল না।
সে বাইরে খেলতে গেল।
কিন্তু ও দেখল কোনো বাচ্চারাই খেলতে আসেনি।
কারোকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না।
"বাবা," ইগলুক কেঁদে উঠল,
"সবাই কোথায়?"

ইগলুকের বাবা হেসে বললেন,

"ওরা সব শিকারে গেছে।

সবাই বাচ্চা সীল খুঁজতে গেছে।

ওরা সবাই যে তোর মত একটা সীল চায়!"

সমাপ্ত